উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প

(ইউজিডিপি)

স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন

উপজেলা পরিষদ

তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ

সহযোগিতায়: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও
জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি(জাইকা)

অধ্যায় ১: উপজেলা পটভূমি

১.১ উপজেলার সাধারণ পরিচিতি

১ পরিচিতি ও ভৌগোলিক অবস্থানঃ

তাহিরপুর উপজেলা বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা। এটি সুনামগঞ্জ জেলা শহরের উত্তর দিকে অবস্থিত এবং ভারতের মেঘালয় রাজ্যের সাথে সরাসরি সীমান্তে যুক্ত। এই উপজেলাটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর, হাওর, পাহাড় ও নদীর এক মনোমুগ্ধকর সমন্বয় এখানে দৃশ্যমান।তাহিরপুর উপজেলার আয়তন প্রায় ৩১৬.৩ বর্গকিলোমিটার ,এর **উত্তরে:** ভারতের মেঘালয় রাজ্য, **দক্ষিণে:** জামালগঞ্জ ও ধর্মপাশা উপজেলা, **পূর্বে:** বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা, **পশ্চিমে:** ধর্মপাশা উপজেলা। অবস্থান: ২৫±০১´ থেকে ২৫±১২´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১±০২´ থেকে ৯১±১৯´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

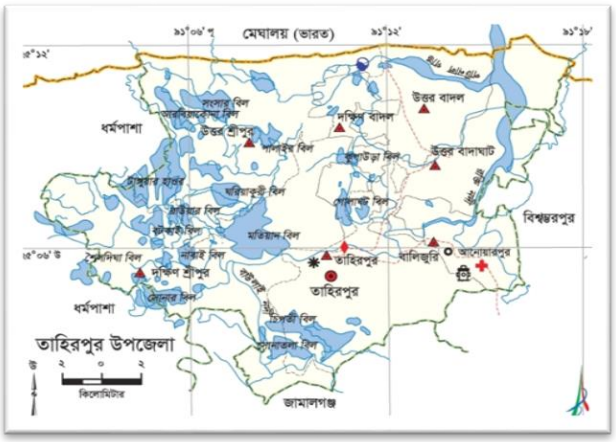

এখানকার প্রধান নদী হলো যাদুকাটা নদী, যা পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নেমে এসে বাংলাদেশের হাওর অঞ্চলে মিলিত হয়েছে। এ উপজেলার মানুষ মূলত কৃষি, ও মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল।, তবে বালু ও পাথর খননের জন্যও এটি পরিচিত। এখানকার বিখ্যাত স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে টাঙ্গুয়ার হাওর, যাদুকাটা নদী, বারিক টিলা এবং লাউড়ের গড়। টাঙ্গুয়ার হাওর একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জলাভূমি (Ramsar site), যা জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এবং পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় স্থান।

তাহিরপুরে বর্ষাকালে পানিতে থই থই করে, আর শীতকালে দেখা মেলে বিস্তীর্ণ শুকনো চর ও হাওর মাঠের। এর ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য, প্রাকৃতিক সম্পদ ও সীমান্তবর্তী অবস্থানের কারণে তাহিরপুর উপজেলাটি এক অনন্য বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ।
তাহিরপুর উপজেলার সর্বশেষ জনসংখ্যা তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের আদমশুমারি অনুসারে তাহিরপুর উপজেলার মোট জনসংখ্যা **২,২৪,৮৫৩ জন**।

দর্শনীয় স্থান:

টাঙ্গুয়ার হাওর

টাঙ্গুয়ার হাওর বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর ও ধর্মপাশা উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় অবস্থিত একটি প্রাকৃতিক জলাভূমি, যা তার অপার সৌন্দর্য, জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশগত গুরুত্বের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় রামসার সাইট হিসেবে ২০০০ সালে ঘোষণা পায়, যা এটিকে একটি আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমির মর্যাদা দিয়েছে।

প্রায় ১০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই হাওর বর্ষাকালে বিশাল জলরাশিতে পরিণত হয়, আর শীতকালে পরিণত হয় সবুজ ঘাসে ঢাকা চরভূমিতে। হাওরের বুক চিরে

ছুটে চলে নৌকা, চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে ছোট ছোট গ্রাম, বিল ও জলার গাছপালা। শীতকালে এখানে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখি আসে, যার মধ্যে রয়েছে সরালি, বালি হাঁস, পাতি কচুরিপানা হাঁসসহ বহু দুর্লভ প্রজাতি।

টাঙ্গুয়ার হাওর এখন ভ্রমণপিপাসুদের অন্যতম আকর্ষণ, যারা নৌকা করে হাওরের বুক চিরে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা উপভোগ করতে চান।

নিলাদ্রী লেক :

নিলাদ্রি লেক, যা টেকেরঘাট লেক নামেও পরিচিত, সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার এক মনোরম নীলাভ জলাশয়। ভারতের মেঘালয় পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এই লেকটি পাহাড় এবং টিলা দ্বারা পরিবেষ্টিত, যা এর সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে। লেকটির পানির স্বচ্ছ নীল রঙের কারণে এর নাম 'নিলাদ্রি' রাখা হয়েছে, যা বাংলায় "নীল পাহাড়" হিসেবে অনুবাদ করা যায়।
এটি মূলত একটি কৃত্রিম হ্রদ, যা পাথর খননের ফলস্বরূপ তৈরি হয়েছে। বর্তমানে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্থান হয়ে উঠেছে, যেখানে দর্শনার্থীরা নৌকা ভ্রমণ, ছবি তোলা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগ করেন। বর্ষাকালে, লেকটির সৌন্দর্য আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, যা পর্যটকদের কাছে বিশেষভাবে আকর্ষণীয়।

নিলাদ্রি লেকের চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড় এবং টিলাগুলি এক অনন্য প্রাকৃতিক দৃশ্য তৈরি করে, যেখানে ভারতীয় সীমান্ত চৌকি এবং মেঘালয়ের পাহাড় দেখা যায়। বর্তমানে, নিলাদ্রি লেক তাহিরপুর উপজেলার অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত এবং এটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসা পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

শিমুল বাগান:

শিমুল বাগান, যা জয়নাল আবেদীন শিমুল বাগান নামে পরিচিত, সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার মানিগাঁও গ্রামে অবস্থিত এক অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এলাকা। যাদুকাটা নদীর তীরে বিস্তৃত প্রায় ১০০ বিঘা জমির ওপর গড়ে ওঠা এই বাগানে প্রায় তিন হাজারের বেশি শিমুল গাছ রয়েছে। বসন্তকালে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) যখন গাছে গাছে লাল শিমুল ফুলে ফুলে ভরে যায়, তখন পুরো বাগান রক্তিম এক স্বর্গে রূপ নেয়। লাল ফুলে মোড়া গাছগুলোকে ঘিরে চারদিকে তৈরি হয় এক অনন্য রূপ, যা দেশি-বিদেশি পর্যটকদের মুগ্ধ করে।
এই শিমুল বাগান ২০০৩ সালে স্থানীয় প্রকৃতিপ্রেমী জয়নাল আবেদীন নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করেন। বাগানের পাশে বয়ে চলা যাদুকাটা নদী এবং তার ওপারে মেঘালয়ের পাহাড় এই এলাকাকে করে তুলেছে আরও নয়নাভিরাম। নদীর স্বচ্ছ জলরাশি আর শিমুল ফুলের লাল আভা মিলে এখানে তৈরি হয় এক জাদুকরী পরিবেশ। শিমুল বাগান ভ্রমণের সময় পর্যটকরা নৌকা ভ্রমণ, ছবি তোলা এবং প্রকৃতির মাঝে নির্জন সময় কাটানোর সুযোগ পান।

১.২ প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য ও পরিধি

লক্ষ্য:

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়নের মূল লক্ষ্য হলো প্রকল্পের সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, অর্জিত ফলাফল এবং শিখনীয় অভিজ্ঞতাসমূহ পদ্ধতিগতভাবে দলিলভুক্ত করা। এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রকল্পের সাফল্য, সীমাবদ্ধতা এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ বিশ্লেষণ করে, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করা হবে। পাশাপাশি, উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জনঅংশগ্রহণ সম্প্রসারণ এবং জবাবদিহিতামূলক ও স্বচ্ছ পরিচালনা ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রকল্পের ভূমিকা মূল্যায়ন করা হবে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর, দায়িত্বশীল এবং জনগণমুখী করার ক্ষেত্রে প্রকল্প কীভাবে অবদান রেখেছে তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হবে। এই সমাপ্তি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং ভবিষ্যৎ প্রকল্প পরিকল্পনাকারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স দলিল হিসেবে কাজ করবে।

উদ্দেশ্য:

সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন উদ্যোগগুলোর কার্যকারিতা, ফলাফল ও প্রভাব মূল্যায়ন করা এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অর্জিত শিক্ষনীয় বিষয়সমূহ চিহ্নিত করা। এই প্রতিবেদন প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় অর্জিত অভিজ্ঞতা সংরক্ষণ করে ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। একইসঙ্গে, প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহ ও গৃহীত করণীয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রকল্প পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় প্রমাণভিত্তিক সুপারিশ প্রদান করা হবে। এছাড়া, উপজেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও বাজেট প্রক্রিয়ার শক্তিশালীকরণে প্রকল্পের অবদান মূল্যায়ন করা এবং জনগণের চাহিদা ও প্রত্যাশার আলোকে সেবার মানোন্নয়নের জন্য সুপারিশ প্রদান করা হবে। সর্বোপরি, নীতিনির্ধারক ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ব্যবহারযোগ্য তথ্য এবং বাস্তবভিত্তিক সুপারিশ প্রদান করাই এই প্রতিবেদনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

পরিধি:

এ সমাপ্তি প্রতিবেদনের পরিধির আওতায় তাহিরপুর উপজেলার শিক্ষাখাতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারণ এবং শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের কার্যক্রমসমূহ মূল্যায়ন করা হবে। প্রতিবেদনে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ, ব্যবহৃত কৌশল, শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা এবং উত্তরণের উপায়সমূহ বিশেষভাবে উল্লেখ থাকবে। প্রকল্পের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব, অংশীজনের অংশগ্রহণ এবং সেবাগ্রহীতাদের সন্তুষ্টির মাত্রা মূল্যায়ন করা হবে। সর্বোপরি, অর্জিত সফলতা ও সীমাবদ্ধতার আলোকে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন উদ্যোগের জন্য প্রমাণভিত্তিক সুপারিশ প্রদানই এই প্রতিবেদনের মূল পরিধি নির্ধারণ করবে।

অধ্যায় ২: পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন

উপজেলা পরিষদের পরিচালন ব্যবস্থা প্রতিপালন করা কেন গুরুত্বপূর্ণ:

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো উপজেলা পরিষদ, যা জনগণের নিকট সরকারি সেবা পৌঁছে দিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এর সুষ্ঠু ও কার্যকর পরিচালনা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিশ্চিত করে এবং সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতার পরিবেশ তৈরি করে। একটি সুসংগঠিত উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও তদারকির মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, অবকাঠামো ইত্যাদি খাতে পরিষদের নিরবিচ্ছিন্ন সেবা কার্যক্রম জনগণের জীবনমান উন্নয়নে সরাসরি প্রভাব ফেলে।

উপজেলা পরিষদের সকল কার্যক্রম নির্দিষ্ট আইন ও বিধিমালার অধীনে পরিচালিত হওয়ায় এটি প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আইনানুগ কাঠামোর মধ্য থেকে পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়, যা জনগণের আস্থা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, উপজেলা পরিষদের পরিচালন ব্যবস্থার যথাযথ প্রতিপালন কেবল একটি প্রশাসনিক প্রয়োজন নয় বরং এটি জনগণের কল্যাণ, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা এবং একটি টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান শর্ত।

উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ এবং এর ২০১১ সালের সংশোধনীতে পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ও সুশাসনভিত্তিক কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সঠিকভাবে প্রতিপালনের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে সেবা প্রদান, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। আইন অনুযায়ী, **ধারা ৩৬**-এ বলা হয়েছে যে -উপজেলা পরিষদ **পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন** ও বাস্তবায়ন করবে এবং প্রতি অর্থবছরের জন্য একটি আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত **বাজেট** প্রস্তুত ও অনুমোদন করতে হবে। একই ধারায় এডিপি কার্যক্রমের **বাস্তবায়ন প্রতিবেদন**, **বার্ষিক আর্থিক বিবরণী** প্রস্তুত ও **তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা** নিয়োগের বিষয়েও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। **ধারা ৩১** অনুযায়ী, পরিষদকে মাসে অন্তত একটি **মাসিক সাধারণ সভা** আয়োজন করতে হবে, যেখানে বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। **ধারা ২২(২)** অনুসারে, পরিষদকে ১৭টি **উপজেলা কমিটি** (স্থায়ী কমিটি) গঠন ও পরিচালনা করতে হবে এবং প্রতি দুই মাসে অন্তত একটি করে সভা আয়োজনের মাধ্যমে কার্যক্রম তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। এসব ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমকে আইনানুগ, সমন্বিত ও সুশাসনভিত্তিক কাঠামোয় পরিচালনা করা, যাতে করে জনগণের অংশগ্রহণ, জবাবদিহিতা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা পায়।

২.১ তাহিরপুর উপজেলা পরিষদের পরিচালন ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা:

ইউজিডিপি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির আগে তাহিরপুর উপজেলার পরিচালন ব্যবস্থা দুর্বল ছিল। ইউজিডিপির কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন ভিত্তিক পদক্ষেপের ফলে ধীরে ধীরে গভার্নেন্স ইন্ডিকেটরগুলো প্রতিপালিত হচ্ছে । মাসিক সভা, বার্ষিক বাজেট ও পরিকল্পনা এখন নিয়মিত হচ্ছে।

উপজেলা পরিষদের পরিচালন ব্যবস্থা বর্তমানে সুশৃঙ্খল, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। পরিষদ পঞ্চবার্ষিক ও প্রতিবছর বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদন করে, যার ভিত্তিতে বাজেট প্রস্তুত হয় এবং তা সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ ও ইউনিয়ন পরিষদের সমন্বয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখে। উপজেলা প্রকৌশল দপ্তর উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সুশাসনের অংশ হিসেবে সিটিজেন চার্টার, বাজেট, উন্নয়ন পরিকল্পনা, এডিপি প্রতিবেদন, মাসিক ও উপজেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী এবং তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার তথ্য নিয়মিতভাবে উপজেলা পরিষদের ওয়েব পোর্টালে প্রকাশ করা হয়।

মাসিক সভায় বিভিন্ন দপ্তরের কার্যক্রম উপস্থাপনের মাধ্যমে জনচাহিদা নিরূপণ ও সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হয়। ইউজিডিপি প্রকল্পের সহায়তায় উপজেলা পরিষদের ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ, উপজেলা কমিটির সভা নিয়মিতকরণ, সময়মতো বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, এবং বিভাগসমূহের কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করা হচ্ছে। তবে ৫ আগস্ট ২০২৪-এ উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান অপসারণজনিত কারণে কমিটির সভাসমূহে স্থবিরতা দেখা দেয়। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় এবং ইউজিডিপি প্রকল্পের পরামর্শে সভাগুলো পুনরায় সচল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে উপজেলা কমিটির সভাসমূহ নিয়মিতভাবে আয়োজন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ প্রক্রিয়াও চলমান রয়েছে। এ সকল পদক্ষেপ তাহিরপুর উপজেলায় সুশাসনের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপনে অবদান রাখছে।

নিম্নে ছকের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের সুশাসন বা পরিচালন ব্যবস্থার বর্তমান প্রেক্ষপট তুলে ধরা হলোঃ

ক্রমিক নং	পরিচালন ব্যবস্থার সূচক	নিয়মিত হয় কি?		গত অর্থ বছরের চিত্র	চলতি অর্থ বছরের চিত্র	ওয়েবপোর্টালে আপলোড করা হয়েছে কি?		মন্তব্য
১	উপজেলা পরিষদের মাসিক সভা	হ্যাঁ		নিয়মিত	চলমান (১০)	হ্যাঁ		
২	১৭টি উপজেলা কমিটির সভা		অনিয়মিত		অনিয়মিত		না	
৩	বাজেট প্রনয়ন	হ্যাঁ		হয়েছে	হয়েছে	হ্যাঁ		
৪	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা	হ্যাঁ		হয়েছে	হয়েছে	হ্যাঁ		
৫	পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা	হ্যাঁ		হয়েছে	চলমান	হ্যাঁ		
৬	প্রকল্প বাছাই কমিটির সভা	হ্যাঁ		হয়েছে	হয়েছে			
৭	এডিপি প্রতিবেদন	হ্যাঁ		হয়েছে	হয়েছে	হ্যাঁ		
৮	বার্ষিক আয়-ব্যয় বিবরণী	হ্যাঁ		হয়েছে	হয়েছে		না	
৯	তথ্য প্রদানকরী কর্মকর্তা নিয়োগ	হ্যাঁ		নিয়োজিত	আছে	হ্যাঁ		
১০	সিটিজেন চার্টার	হ্যাঁ		হয়েছে	আছে	হ্যাঁ		
১১	সম্পদ রেজিস্টা হালনাগাদ করণ	হ্যাঁ		হয়েছে	হয়েছে		না	
১২	নিয়মিত ওয়েবপোর্টাল হালনাগাদ করণ	হ্যাঁ		হয়েছে	চলমান	-	-	
১৩	গনশুনানী	হ্যাঁ		হয়েছে	চলমান			

২.২ কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন (PA) ফলাফল বিশ্লেষণ

ইউজিডিপি-তে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে পরিচালন ব্যবস্থার দৃশ্যপট:

তাহিরপুর উপজেলা পরিষদের পরিচালন ব্যবস্থা ইউজিডিপি-তে (উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প) অন্তর্ভুক্তির পূর্বে ছিল যথেষ্ট দুর্বল ও অপরিকল্পিত। প্রকল্পের মূল মূল্যায়ন কাঠামো - পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট (PA) বা কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন-অনুযায়ী প্রয়োজনীয় গভার্নেন্স ইন্ডিকেটরসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন না করায় উপজেলা পরিষদ ইউজিডিপির প্রথম পাঁচটি অর্থবছরে ধারাবাহিকভাবে প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়। এ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, মাসিক সভা আয়োজন, বাজেট বাস্তবায়ন,এডিপি প্রতিবেদন, তথ্য প্রকাশ ও উপজেলা কমিটির সভাসমূহের কার্যক্রম ছিল অনিয়মিত এবং স্বচ্ছতার ঘাটতি ছিল প্রকট। এই অব্যবস্থাপনার ফলে উপজেলা পরিচালন ব্যবস্থার উপর প্রকল্পের আস্থা হ্রাস পায় এবং তাহিরপুর উপজেলা পরিষদ ইউজিডিপি- হতে অতিরিক্ত উন্নয়ন সহায়তা (প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা) প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। নিচের ছকে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পূর্ববর্তী সময়ে তাহিরপুর উপজেলার পরিচালন ব্যবস্থার দুর্বলতার চিত্র সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পর্যায়	অর্থ বছর	প্রাপ্ত নম্বর	মোট নম্বর	ফলাফল
১	২০১৬-১৭ (প্রথম পর্যায়)	২৬	১০০	অকৃতকার্য
২	২০১৭-১৮ (দ্বিতীয় পর্যায়)	৩৩	১০০	অকৃতকার্য
৩	২০১৮-১৯ (তৃতীয় পর্যায়)	২৬	১০০	অকৃতকার্য
৪	২০১৯-২০ (চতুর্থ পর্যায়)	৩০	১০০	অকৃতকার্য
৫	২০২০-২১ (পঞ্চম পর্যায়)	২০	১০০	অকৃতকার্য
৬	২০২১-২২ (৬ষ্ঠ পর্যায়)	৮০	১০০	কৃতকার্য

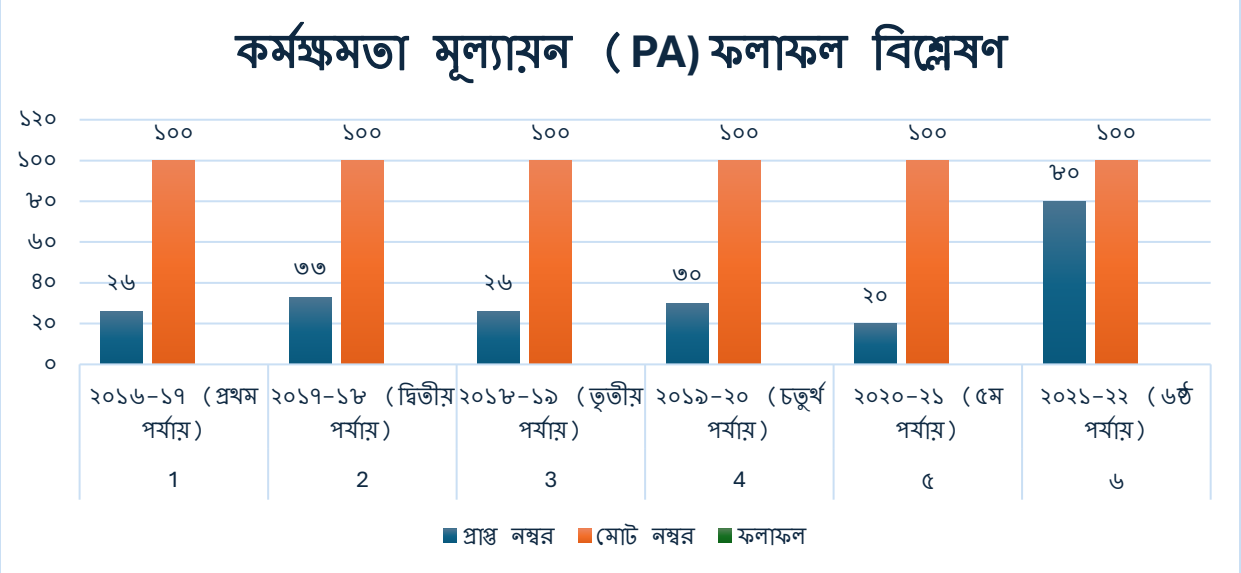

অধ্যায় ৩: প্রকল্প অর্থায়ন

তাহিরপুর উপজেলা ০২ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প থেকে উন্নয়ন সহায়তার বরাদ্দ প্রাপ্ত হয় এবং ১২ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে বিল পরিশোধের মাধ্যমে ৬ষ্ঠ পর্যায়ে ব্যয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। উপজেলা পরিষদ সর্বমোট ৩৩,৯৪,৩৫০/- টাকার উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে যারমধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অংশীদারিত্ব ৬,১০,৯৮৩/- টাকা এবং উন্নয়ন সহযোগী জাইকার লোন সহযোগিতা ২৭,৮৩,৩৬৭/- টাকা।

অধ্যায় ৪: উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন

৪.১ উন্নয়ন প্রকল্পে প্রদত্ত সহায়তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের (ইউজিডিপি) মাধ্যমে তাহিরপুর উপজেলায় ০১টি অবকাঠামো উন্নয়নমূলক উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। শিক্ষা খাতের এ প্রকল্পটি উপজেলারশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে।

৪.২ অবকাঠামো উন্নয়নমূলক উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও ফলাফল

তাহিরপুর উপজেলা শিক্ষা খাতে দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। অবকাঠামো উন্নয়নমূলক উপ-প্রকল্পের আওতায় ০১ টি জনগুরুত্বপূর্ণ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।যার মাধ্যমে উপজেলার সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগতমান বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

বাস্তবায়িত অবকাঠামো উন্নয়নমূলক উপ-প্রকল্পের সার সংক্ষেপঃ

অবকাঠামো উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের নাম	উপকারভোগীর সংখ্যা			ব্যয়			অর্থবছর
	পুরুষ	নারী	মোট	জাইকা	জিওবি	মোট	
তাহিরপুর উপজেলার বিভিন্ন (১৫টি) মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদরাসায় উচু-নীচু বেঞ্চ সরবরাহ	১০০০	১০০০	২০০০	২৭,৮৩,৩৬৭/-	৬,১০,৯৮৩/-	৩৩,৯৪,৩৫০/-	২০২১-২২
সর্বমোট	**১০০০**	**১০০০**	**২০০০**	**২৭,৮৩,৩৬৭/-**	**৬,১০,৯৮৩/-**	**৩৩,৯৪,৩৫০/-**	

২০২২ সালের ভয়াবহ বন্যা তাহিরপুর উপজেলার শিক্ষা ব্যবস্থায় মারাত্মক প্রভাব ফেলে। বন্যার ফলে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাঠের তৈরি বেঞ্চ নষ্ট হয়ে যায়। পূর্ব থেকেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চের স্বল্পতা বিরাজমান ছিল, যার ফলে শিক্ষার্থীদের বসার স্থান সংকট দেখা দেয় এবং শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়।বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ উপজেলা পরিষদে বেঞ্চের চাহিদাপত্র দাখিল করেন। যার ফলশ্রুতিতে সকলের কাছে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচু নীচু বেঞ্চ সরবরাহ উপ-প্রকল্পটি গুরুত্ব পায় এবং বাস্তবায়ন করা হয়।

তাহিরপুর উপজেলার শিক্ষা খাতে বাস্তবায়িত উঁচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ প্রকল্পটি একটি সময়োপযোগী, চাহিদাভিত্তিক এবং ফলপ্রসূ উদ্যোগ।যার মাধ্যমে মাধ্যমিক পর্যায়ের ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩৯৭ জোড়া উচু-নীচু বেঞ্চ সরবরাহ করা হয়, যার মাধ্যমে প্রায় ১০০০ জন ছাত্র এবং ১০০০ জন ছাত্রী মোট ২০০০ জন শিক্ষার্থী সরাসরি উপকৃত হচ্ছে। এটি শুধু শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোগত ঘাটতি পূরণ করেনি, বরং শিক্ষার পরিবেশকে মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলেছে। দীর্ঘমেয়াদে এ প্রকল্পগুলো শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সর্বমোট ব্যয় হয়েছে, **৩৩,৯৪,৩৫০/-** টাকা। যারমধ্যে জিওবি অংশ হলো **৬,১০,৯৮৩/-** টাকা এবং জাইকার সহযোগিতা হলো **২৭,৮৩,৩৬৭/-** টাকা।

অধ্যায় ৫: প্রকল্পের ফলাফল

৫.১ উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও অর্জন:

১. **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সংকট নিরসন:**
১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ৩৯৭ জোড়া উঁচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষের আসন সংকট দূর হয়েছে, পাঠদানের পরিবেশ উন্নত হয়েছে।

২. **বন্যা পরবর্তী শিক্ষাবান্ধব পদক্ষেপ:**
২০২২ সালের ভয়াবহ বন্যার পর বেঞ্চ সংকটে থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বেঞ্চ সরবরাহ একটি সময়োপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ ছিল এবং সরবরাহকৃত বেঞ্চগুলো পরিবেশবান্ধব ও পানি সহনীয় হওয়ায় স্থায়িত্বশীল ।

৩. **পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন:**
পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে সর্বাধিক জনগুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে গুণগতমান সম্পন্ন স্থায়িত্বশীল উন্নয়নে অবদান রেখেছে; যা অন্যান্য উপ-প্রকল্প গ্রহণ পদ্ধতি ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হচ্ছে।

৫.২ পরিচালন ব্যবস্থা ও উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (UGDP) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে **তাহিরপুর উপজেলার ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিক বাস্তবতা এবং স্থানীয় প্রশাসনিক কাঠামো** বেশকিছু চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করেছে। এসব চ্যালেঞ্জ প্রকল্পের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং টেকসই উন্নয়নের প্রতিটি স্তরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেশ কিছু প্রভাব ফেলেছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্মুখীন চ্যালেঞ্জগুলো মূলত দুটি প্রধান ক্ষেত্রে বিভাজিতভাবে চিহ্নিত করা যায়:
১) **উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ**
২) **উপজেলা পরিষদের পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ**

উপরে উল্লিখিত উভয় ক্ষেত্রেই তাহিরপুর উপজেলার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও ভৌগলিক প্রতিবন্ধকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। হাওর অধ্যুষিত অঞ্চলের দুর্গমতা, মৌসুমভিত্তিক প্রতিকূলতা এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে পরিচালন পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা তৈরি করেছে। একইসঙ্গে, দক্ষ জনবলের অভাব, উপজেলা পরিষদের আইন ও পরিচালন পদ্ধতি সম্পর্কে অধিকাংশের পরিপূর্ণ ধারনার ঘাটতি এবং মানসিকতার ঘাটতি প্রকল্পের কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছে।

১) উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

- **প্রকল্প গ্রহণে দীর্ঘসুত্রতা:**
প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় নেয়া হয়। কারণ প্রচলিত ব্যবস্থায় সাধারণত ডিসেম্বর/জানুয়ারি মাসে প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ এবং প্রকল্প বাছাই সম্পর্কিত সভা করা হয়ে তাকে।তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ, অনুমোদন করা অনেক ক্ষেত্রের সম্ভব হয়ে উঠে না এবং প্রকল্প নির্বাচনে সময়ক্ষেপণ ও জটিলতা দেখা যায়।
- **প্রকল্প অনুমোদন ও প্রাক্কলন তৈরিতে দীর্ঘসূত্রতা**
প্রকৌশল দপ্তরে জনবল স্বল্পতার কারণে প্রকল্পের প্রাক্কলন তৈরিতে দেরি হয়, যা প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটায়।

- **ঠিকাদারের গাফিলতি এবং সময়ক্ষেপন:**
  কার্যাদেশপ্রাপ্ত ঠিকাদারদের গড়িমসি, সাব-কন্ট্রাক্টিং প্রবণতা ও স্বচ্ছতার অভাব প্রকল্প বাস্তবায়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। অবকাঠামো উন্নয়নে মান বজায় রাখা ও সময়মতো কাজ সম্পন্ন করা কঠিন হয়ে পড়ে।
- **হাওর এলাকার দুর্গমতা**
  তাহিরপুর উপজেলার বৃহৎ অংশ হাওর হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে এসব এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও ফলোআপ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে, যা বাস্তবায়নের গুণগত মান ও কার্যকারিতা নিরীক্ষায় বাধা সৃষ্টি করে।

২) উপজেলা পরিষদের পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

- **বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার অভাব**
  বাজেট প্রণয়ন ও আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল না থাকায় সময়মতো বাজেট ও বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে।
- **পরিকল্পনা প্রণয়নে অনীহা**
  বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মাঝে আগ্রহের অভাব এবং পর্যাপ্ত দক্ষতা না থাকায় কার্যকর ও জনমুখী পরিকল্পনা গৃহীত হয় না।
- **কমিটির সভা আয়োজনে অনীহা:**
  উপজেলা কমিটি ও উপ-কমিটির নিয়মিত সভা আয়োজনের অনীহা এবং সময়সূচি না মানার কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয়েছে।উপজেলায় একই বিষয়ে একাধিক কমিটি এবং অনেক ক্ষেত্রে উপজেলা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মাসিক সভায় কম গুরুত্ব পাওয়া, বরং মাসিক সভায় ব্যক্তিগতভাবে প্রস্তাব উপস্থাপনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াই উপজেলা কমিটির সভা আয়োজনে নিরুৎসাহিত হওয়ার অন্যতম কারণ।
- **ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদে বিলম্ব**
  তথ্য ব্যবস্থাপনায় অনাগ্রহ এবং কারিগরি সক্ষমতার অভাবে উপজেলা পরিষদের ওয়েব পোর্টাল নিয়মিত হালনাগাদ করা সম্ভব হয়নি, যা স্বচ্ছতা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি বড় সীমাবদ্ধতা।
- **ইউডিএফ-এর উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা**
  বিভিন্ন দপ্তরে প্রকল্প প্রস্তাবনা থেকে শুরু করে- বাস্তবায়ন এবং পরবর্তী প্রতিবেদন, ফলোআপ মনিটরিং সবক্ষেত্রেই দপ্তরগুলোর ইউডিএফ-এর উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা দপ্তরগুলোর নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তাছাড়া প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট গভর্ন্যান্সের বিভিন্ন বিষয়ে ইউডিএফ-দের উপর অতিমাত্রায় চাপ প্রয়োগ করার ফলে ইউডিএফগণ নিজেদের পারফরমেন্সের কথা চিন্তা করে- গভন্যান্স বিষয়ক প্রায় সমস্ত ডকুমেন্ট তৈরী করে দেয় বিধায় প্রায় সকলেই মনে করে গভন্যান্স হলো ইউডিএফ-এর কাজ।তাই একজন ইউডিএফ-এর পক্ষে ৩ টা উপজেলার দ্বায়িত্বপালন করা খুবই কঠিন।

৫.৩ মূল্যবান শিখন ও অভিজ্ঞতা

১. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সংক্রান্ত উদ্ভাবনী অনুশীলন

- **ওয়েব পোর্টালভিত্তিক সক্ষমতা যাচাই ও প্রকল্প তথ্য প্রকাশ:** প্রকল্পের কার্যক্রম ও বাস্তবায়নের তথ্য ওয়েব পোর্টালে উন্মুক্ত করার মাধ্যমে স্বচ্ছতা, জনসচেতনতা ও জবাবদিহিতার নতুন এক ধারা সূচিত হয়েছে এবং অন লাইন পিএ এসেসমেন্ট সামগ্রিকভাবে পরিচালন ব্যবস্থা এবং তথ্য প্রবাহে দ্বার উন্মুক্ত করেছে। অর্থাৎ পদ্ধতিগত উন্নয়ন বরাদ্দ প্রদান কৌশল জনগণের তথ্য জানার সুযোগ সৃষ্ঠি করে দিয়েছে।
- **উন্মুক্ত দরপত্র ও আংশিক বিলবিহীন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া:** প্রকল্প বাস্তবায়নে উন্মুক্ত দরপত্র বাধ্যতামূলক এবং চলমান বিল/আংশিক বিল প্রদান নিষিদ্ধ—যা প্রকল্পের গুণগতমান ও কার্যকারিতাকে শক্তিশালী করেছে।

২. উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কাঠামোর দক্ষতা

- **বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রকল্প নির্বাচন:** স্থানীয় চাহিদা ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে উপ-প্রকল্প নির্বাচন দ্রুত ও টেকসই বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে।
- **অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাজেট বরাদ্দ:** ইউনিয়নভিত্তিক নয় বরং অগ্রাধিকারভিত্তিক বরাদ্দ নীতিমালা প্রকৃত প্রয়োজন বিবেচনায় উন্নয়ন নিশ্চিত করে।

৩. টেকসই উন্নয়নের জন্য বহুমাত্রিক কৌশল

- **শক্তিশালী যোগাযোগ, সমন্বয় ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা:** টেকসই উন্নয়নের জন্য উপজেলা পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি, ইউএনও ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় অপরিহার্য।
- **কার্যকর পর্যবেক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ:** প্রকল্প পর্যবেক্ষণের প্রক্রিয়া ও গুণগত মান যাচাইয়ের পদ্ধতি, নিয়মিত মনিটরিং উন্নয়ন প্রকল্পের মানোন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখে।

৪. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক প্রভাব

- **কারিগরি ও আইজিএ প্রশিক্ষণ:** বেকার যুবকদের কারিগরি প্রশিক্ষণ দ্রুত কর্মসংস্থান ও জীবিকায়নের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। প্রশিক্ষণার্থীদের যথাযথ বাছাই ফলাফল অর্জনের পূর্বশর্ত।
- **শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সরঞ্জাম সরবরাহ:** শিক্ষা উপকরণ সরবরাহে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে; পাশাপাশি স্বাস্থ্য সরঞ্জাম সরবরাহের মাধ্যমে এফডব্লিউসি ও কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন হয়েছে।

৫. রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ও জনগুরুত্বের প্রতি অগ্রাধিকার

- **প্রকল্প নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভৌগলিক ও রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা:** প্রকল্প বাছাইয়ে রাজনৈতিক সীমারেখা নয়, জনগুরুত্বকে প্রাধান্য দেওয়ার কৌশল অধিক কার্যকর হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

৬. ছোট/ক্ষুদ্র প্রকল্প গ্রহণের সুযোগ না থাকা:

- **দৃশ্যমান প্রকল্প গ্রহণ:** ইউজিডিপি এর আওতায় অবকাঠামো উন্নয়নমূলক উপ-প্রকল্প কমপক্ষে ১০ লক্ষ টাকা (ভ্যাট ও ট্যাক্স ব্যতীত) বাধ্যতামূলক হওয়ায় এখানে ছোট উপ-প্রকল্প গ্রহণের সুযোগ নেই। তাই অগ্রাধিকারভিত্তিক তুলনামূলকভাবে বড় জনগুরুত্বপূর্ণ উপ-প্রকল্প স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে একটি উপজেলার নির্দিষ্ঠ এক বা একাধিক সমস্যা সমাধানে কার্যকরী ও টেকসই ভূমিকা পালন করে।

অধ্যায় ৬: উপসংহার ও সুপারিশ

৬.১ প্রকল্পের সার্বিক উপসংহার

তাহিরপুর উপজেলায় ইউজিডিপি (UGDP) প্রকল্পের বাস্তবায়ন একটি কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রকল্পটি শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়নেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনার মধ্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ ও টেকসই উন্নয়নের একটি কার্যকর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে তাহিরপুর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেঞ্চের ঘাটতি পূরণ করে শিক্ষার পরিবেশের দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, যা শিক্ষার মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন যেমন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, মাসিক সভা, বাজেট প্রণয়ন, এবং ওয়েবপোর্টালভিত্তিক তথ্যপ্রকাশ- এগুলো স্থানীয় সরকারকে জনগণের নিকট আরও কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক করে তুলেছে।
তবে প্রকল্প বাস্তবায়নে সময়ক্ষেপণ, দুর্বল সমন্বয়, প্রশিক্ষণের সীমাবদ্ধতা এবং অতিমাত্রায় ইউডিএফ নির্ভরতার মতো কিছু কাঠামোগত ও প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ এখনও রয়ে গেছে – যা ভবিষ্যৎ প্রকল্পগুলোর জন্য শিখন হিসেবে বিবেচ্য।

সার্বিকভাবে, ইউজিডিপি তাহিরপুর উপজেলায় একটি স্বচ্ছ, অংশগ্রহণমূলক এবং টেকসই উন্নয়ন কাঠামোর সূচনা করেছে যা ভবিষ্যতের জন্য একটি মডেল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৬.২ ভবিষ্যৎ বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ

১. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দায়িত্ববোধ জোরদার

- উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাজেট, পরিকল্পনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা বাড়ানো প্রয়োজন।
- ইউডিএফ-এর উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা হ্রাস করে, বিভাগীয় কর্মকর্তাদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালনের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পিএমইউকে পদ্ধতিগত ও কৌশলগত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২. উন্নয়ন পরিকল্পনায় বাস্তবতা ও জনগুরুত্ব প্রতিফলন

- প্রকল্প নির্বাচন ও অগ্রাধিকার নির্ধারণে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা দরকার, যাতে প্রকল্প বাস্তবতাসম্পন্ন ও সময়োপযোগী হয়।
- রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রেখে প্রকল্প বাছাই প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও তথ্যভিত্তিক করতে হবে।

৩. প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উপর জোর

- প্রশিক্ষণার্থীদের বাছাইয়ে মানদণ্ড নির্ধারণ এবং পরবর্তী ফলোআপ নিশ্চিত করতে হবে যাতে প্রশিক্ষণের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়।
- প্রশিক্ষণের শেষে স্বল্পমেয়াদি মূল্যায়ন ও মাঝারি মেয়াদে ফলাফল পর্যালোচনার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে আরো অধিক বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে উপ-প্রকল্প ব্যয়ের মনিটরিং জোরদার করতে হবে।

৪. টেকসই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা

- প্রকল্প সমাপ্তির পরেও স্থায়িত্বশীলতা(sustainability) নিশ্চিত করতে উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন বাজেট ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনায় বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।

অধ্যায় ৭: আলোকচিত্র

হোসাইন আহমদ বিপ্লব
ইউডিএফ,ইউজিডিপি
ইউডিএফ আইডি: ১৫৬
স্থানীয় সরকার বিভাগ
তাহিরপুর,সুনামগঞ্জ